



## 106461 - তারাবীর নামায দীর্ঘ করা

### প্রশ্ন

এক মসজিদে ইমাম তারাবী পড়ান। তিনি প্রতিরাতকে রাকাতে এক পৃষ্ঠা তলোওয়াত করেন। অর্থাৎ প্রায় ১৫ আয়াতের সমান। কিন্তু কচ্ছি মানুষ বলে যে, তিনি দীর্ঘ তলোওয়াত করেন। আবার কচ্ছি মানুষ এর উল্টোটোও বলে। তারাবীর নামাযের ক্ষেত্রে সুন্নত পদ্ধতি কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত উদ্ধৃতির মাধ্যমে দীর্ঘ করা বা না-করার কিকোন সীমারখো জানা যায়?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

“সহহি হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের নামায ১১ রাকাত পড়তেন— রমযানে এবং রমযান ছাড়া অন্য সময়ে। কিন্তু তিনি ক্বরীত ও নামাযের রুকনগুলো দীর্ঘ করতেন। এমনকি একবার তিনি এক রাকাতে তারতীলরে সাথে, ধীরস্থরিতে পাঁচ পারার চয়ে বশে পড়ছেন।

আরও সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি মধ্য রাত থেকে কথিবা এর কচ্ছি আগ থেকে কথিবা এর কচ্ছি পর থেকে কয়ামুল লাইল শুরু করতেন। ফজরে পূর্ব পর্যন্ত নামায পড়া অব্যাহত রাখতেন। অর্থাৎ তিনি ১৩ রাকাত নামায প্রায় পাঁচ ঘন্টাব্যাপী পড়তেন। এর দাবী হচ্ছে তিনি ক্বরীত ও রুকনগুলো দীর্ঘ করতেন।

আরও সাব্যস্ত হয়েছে যে, উমর (রাঃ) যখন তারাবীর নামাযের জন্য সাহাবায়েরে করোমকে একত্রিত করলেন তখন তারা বশি রাকাত নামায পড়তেন। তারা এক রাকাতে সূরা বাক্বারার প্রায় ৩০ আয়াত তলোওয়াত করতেন। যা চার পৃষ্ঠা বা পাঁচ পৃষ্ঠার সমান। তারা গোটো সূরা বাক্বারা দিয়ে আট রাকাত নামায পড়তেন। যদি সূরা বাক্বারা দিয়ে ১২ রাকাত নামায পড়তেন তাহলে তারা মনে করতেন যে, কচ্ছিটা কম পড়া হয়েছে।

তারাবীর নামাযের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে সুন্নাহ। তাই কটে যদি ক্বরীত সংক্ষিপ্ত করে তাহলে তিনি রাকাতের সংখ্যা ৪১ রাকাত পর্যন্ত বাড়াবেন; যা কোন কোন ইমামেরে অভিমিত। আর যদি ১১ রাকাত বা ১৩ রাকাত পড়তে পছন্দ করেন তাহলে ক্বরীত ও রুকনে দীর্ঘ করবেন। তারাবীর নামাযেরে নরিদ্ষিট কোন রাকাত সংখ্যা নাই। বরঞ্চ এতটুকু সময় নামায পড়া উচিত যতটুকু সময়ে ধীরস্থরিতে নামায আদায় করা যায়। যা এক ঘন্টা বা তদ্রূপ সময়ে চয়ে কম হওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি মনে করে যে, এটা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে তিনি উদ্ধৃতিগুলোর বরখলোফ করছেন। তার দিকে ভ্রুক্ষেপে করার দরকার নাই।”[সমাপ্ত]



ফাযলিতুশ শাইখ ইবনে জবরীন

ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১৫৭ ও ১৫৮)